দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

10

শিক্ষাঙ্গনে

শিশু শিক্ষায় অভিভাবকের দায়িত্ব

আমাদের দেশে শিক্ষিত পিতা-মাতা প্রতি ঘরেই কিছু না কিছু রয়েছেন। শিশুদের স্কুলে ভর্তির পূর্বে অর্থাৎ ৩ হতে ৫ বছর বয়সে পিতা-মাতার প্রচেষ্টায় শিশুরা তাদের শিক্ষা জীবনে অনেকটা অগ্রগামী হতে পারে। শতকরা প্রায় ৯০ জন শিশুই ছোটবেলায় লেখা-পড়ায় অমনোযোগী থাকে। তাদের সেই কচি মনকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে হয় নানা কৌশলে। খেলার মাধ্যমে তাদের যেকোন ধরনের ছোট ছোট ইংরেজী শব্দার্থ অথবা দেশ-বিদেশের নাম শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। শিশুরা মাতৃগর্ভ থেকে শিক্ষালাভ করে আসে না। তাদের পারিপার্শ্বিকতায় শিক্ষিত করে তুলতে হয়। শিশুরা কাদা-মাটির বা উত্তপ্ত লৌহখণ্ড স্বরূপ। কুমার বা কামার কাদামাটি বা উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দিয়ে যেমন তাদের ইচ্ছানুযায়ী জিনিস গড়তে পারে, ঠিক তেমনি শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য শিশুকালটা উৎকৃষ্ট সময়।

সুতরাং শিশুকালে যে শিক্ষা আয়ত্ব করা হয়, তা সহজে ভুলে যাওয়ার নয়। আজকাল অনেক পিতা-মাতাই শিশুদের লেখা-পড়ার জন্য গৃহ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু নিজের সন্তানদের আদব-কায়দা বা চাল-চলন যত সহজে শেখানো সম্ভব, শিক্ষক-শিক্ষিকা তত সহজে তা পারেন না। কাজেই শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদেরই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ মনে রাখা উচিত যে, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ চাবিকাঠি। শিশুরা হচ্ছে ফুলের মতো। যত্ন ও পরিচর্যা না করলে যেমন ফুল ফুটে না, তেমনি শিশুরাও হয় না বিকশিত। আমাদের দেশে শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটামুটি সব পিতা-মাতা ও অভিভাবকই চিন্তিত। তারা তাদের সন্তানদের প্রতি যথাযোগ্য যত্ন ও পরিচর্যা গ্রহণে সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু তা কি সব সময়ই সম্ভব হয়? আর্থিক অসামর্থতার কারণেই অনেক সময় শিশুদের প্রতি প্রয়োজনীয় যত্নটুকুও নেয়া সম্ভব হয় না। এর ফলশ্রুতিতে দেশের অগণিত শিশুই অশিক্ষা আর অবহেলায় দিন দিন বড় হতে থাকে।

এ অবস্থা দূর করার জন্য আমাদের এখুনি উদ্যোগী হতে হবে। তা না করতে পারলে জাতির এই ভবিষ্যৎ শিশু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর জাতি হারাবে তার সুযোগ্য নাগরিককে।

—মোঃ নজরুল ইসলাম নজরুল